159

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ... APR. 27 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ফরিদপুরে কলেজ হোস্টেলে ছাত্রীর আত্মহত্যা

ফরিদপুর প্রতিনিধি : সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজের আবাসিক ছাত্রী লিপিকা মল্লিক লিপি (১৮) গতকাল রোববার সকালে হোস্টেল কক্ষে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। কলেজ হোস্টেলের তৃতীয় তলার ৩২৫ নং কক্ষের বাসিন্দা লিপি কলেজের একাদশ শ্রেণী বিজ্ঞান বিভাগের একজন মেধাবী ছাত্রী ছিল। ঐ কক্ষে লিপিসহ মোট ছয়জন ছাত্রী থাকে। ভোরে লিপির রুমমেটরা সবাই বাইরে প্রাইভেট পড়তে চলে গেলে সে দরজা বন্ধ করে ফ্যানের সঙ্গে নিজের ওড়না বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। সকাল ১০টার দিকে রুমমেটদের তিনজন ফিরে এসে দরজা বন্ধ দেখে ধাক্কাধাক্কি করে খুলতে না পেরে হোস্টেল তত্ত্বাবধায়ককে খবর দেয়। পরে দরজা ভেঙে লিপির লাশ নিচে নামানো হয়। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানা পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

লিপি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার খাগবাড়ি গ্রামের রামচন্দ্র মল্লিকের কন্যা। আত্মহত্যার পূর্বে লিপি তার পিতামাতা, বান্ধবী, শিক্ষকবৃন্দের কাছে পৃথক পৃথকভাবে কয়েকটি চিঠি লিখে গেছে। চিঠির ভাষ্য অনুযায়ী তার রুমমেটদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, মেধাবী ছাত্রী লিপি ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার উদ্দেশ্যে পাঠ্য হিসেবে গণিত বিষয় পড়তে চেয়েছিল। শিক্ষকরা তাকে এ বিষয় নিতে হলে পরীক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিলে সে পরীক্ষা দেয়, কিন্তু পরীক্ষা খারাপ হয়ে যায়। ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার আশা পূরণ হবে না আশঙ্কা করে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় একটি ইউডি মামলা রুজু হয়েছে।

অবশ্য বান্ধবীদের কাছে লেখা এক পৃথক চিঠিতে লিপি মিঠুন নামে একজন যুবকের ছবিসহ তার সমস্ত জিনিসপত্র তার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানিয়েছে। লিপির রুমমেটদের সূত্রে জানা যায়, ঘটনার তিন-চারদিন আগে থেকেই লিপিকে অপ্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছিল এবং সে বাররার মৃত্যুর কথা বলে আসছিল। আগের দিন রাতে সে সবার সামনে ওড়না পেঁচিয়ে দড়ি তৈরি করে। এ থেকে তাদের ধারণা, লিপি আত্মহত্যার পূর্বে দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়েছে।